বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় মেহেরপুরে বিএনপির দোয়া মাহফিল

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় মেহেরপুরে বিএনপির দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার বিকেল সাড়ে চারটার দিকে শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে এ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ভিপি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের সভাপতিত্বে দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সংসদ সদস্য ও বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাসুদ অরুণ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মানুষের অধিকারের জন্য এই দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য যে নেত্রী যে নেতা দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে লড়াই করে গিয়েছেন। লড়াই হবে মানুষের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াই হলো একমাত্র পথ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা করার।

বেগম খালেদা জিয়া ভারতের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য লড়াই করেছেন। শুধু ভারত নয় পৃথিবীর কোন দেশ বাংলাদেশের মানচিত্রকে যদি কাঁপছে ধরে তার বিরুদ্ধে রাজপথের সংগ্রামে আমরা থাকবো ইনশাল্লাহ। ভোটের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বেগম খালেদা জিয়ার সোজা হয়ে দাঁড়ানো। বেগম খালেদা জিয়া যদি সোজা হয়ে দাঁড়ায় বাংলাদেশের ১৮ কোটি মানুষ ৫৬ হাজার বর্গমাইল ৬৮ হাজার গ্রামের মানুষ আবার সোজা হয়ে দাঁড়াবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি এ. কে. এম. খাইরুল বাশার, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রহিম, জেলা শ্রমিক দলের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা, জেলা তাঁতীদলের সভাপতি আব্দুল্লাহ মাস্টার বাবলু, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজির প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় জেলা বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীসহ অঙ্গ

সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। পরে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে মিছিল ও লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরে পৌর যুবদলের উদ্যোগে ধানের শীষের পক্ষে মিছিল ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শহরের পাবলিক লাইব্রেরি মোড় থেকে মিছিলটি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে কাঁথুলী রোডে গিয়ে শেষ হয়।

কর্মসূচিতে যুবদলের নেতাকর্মীরা ধানের শীষের পক্ষে স্লোগান দেন এবং আসন্ন নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীদের বিজয় নিশ্চিত করতে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। মিছিল শেষে সাধারণ মানুষের হাতে লিফলেট বিতরণ করে বিএনপির নির্বাচনী প্রতীক ও দলীয় অবস্থান সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়।

পৌর যুবদলের আহ্বায়ক সমিউল ইসলাম লিজন ও সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনির নেতৃত্বে মিছিলে জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, যুগ্ম আহ্বায়ক সোহেল রানা, শিমুল বিশ্বাস, সুরুজ বাবু, জেলা যুবদলের সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ইমতিয়াজ হাসান সুমন, সদস্য মফিজুল, লালন, জুয়েল রানা, সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক তামীম এবং জেলা জাতীয়তাবাদী সাইবার দলের সভাপতি মিলন আলীসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে দীর্ঘ সড়ক জুড়ে মানববন্ধন

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি’র দলীয় মনোনয়ন পরিবর্তন করে ও জেলা বিএনপি’র সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে গাংনীতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বিকেলে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের আলমপুর ব্রিজ হতে খলিশাকুন্ডি ব্রিজ পর্যন্ত মানববন্ধনে দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, বিএনপি নেতা ও ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান, গাংনী পৌর বিএনপি’র সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম সহ দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

দর্শনায় বাবু খানের পক্ষে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে দর্শনায় ধানের শীষ মার্কায় বাবু খানের পক্ষে গণসংযোগ ও বিএনপির ৩১ দফা বাস্তবায়নে লিফলেট বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত দর্শনা পৌর এলাকার ২ নং ওয়ার্ড, দক্ষিনচাঁদপুর বাসস্ট্যান্ডে এ গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এ নির্বাচনী প্রচারণায় দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক, এনামুল হক শাহ মুকুলের নেতৃত্বে দলের নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছেন। এনামুল হক শাহ মুকুল বলেন, “চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জননেতা

মাহমুদ হাসান খান বাবু ভাইকে ধানের শীষ প্রতীকে নির্বাচিত করলে স্বাধীনতার পরবর্তি অবহেলিত এ অঞ্চলে সামনের বাংলাদেশ গড়ে উঠবে এবং এলাকায় উন্নয়নের জোয়ার উঠবে। এই চুয়াডাঙ্গা-২ এলাকা আশপাশের জেলার মধ্যে অন্যতম উন্নত এলাকা হয়ে উঠবে। আগামী নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠন করলে দেশে সৃষ্টি হবে উন্নয়নের নবদিগন্ত। তাই সবাই আসুন দলে, দলে, বিএনপির পতাকা তলে।”

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপি সমন্বয়ক ইকবাল হোসেন, দর্শনা পৌর বিএনপি সমন্বয়ক মালেক মন্ডল এবং দর্শনা পৌর বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

দামুড়হুদায় মহিলা দলের নির্বাচনী সমাবেশ

দামুড়হুদায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের নির্বাচনী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।গতকাল রবিবার বিকেলে উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে কয়েক হাজার নারী কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয়তাবাদী মহিলা দল দামুড়হুদা উপজেলা শাখার আয়োজনে সমাবেশে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মাহমুদ হাসান খান প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন।

দামুড়হুদা উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ছালমা জাহান পারুলের সভাপতিত্বে নির্বাচনী মহিলা সমাবেশে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, চুয়াডাঙ্গা জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী রওফুল নাহার রীনা, সহ-সভাপতি শেফালি খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. মনিরুজ্জামান মনির এবং সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু।

মহিলা সমাবেশে প্রধান অতিথি বলেন, “বিএনপির রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের ৩১ দফার মধ্যে নারীর উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের মূল জনগোষ্ঠীর অর্ধেক

নারীসমাজ যাতে পিছিয়ে না পড়ে, সেজন্য দেশনায়ক তারেক রহমান ৩১ দফা প্রণয়ন করেছেন। বিএনপি রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেলে নারীদের মাধ্যমে পরিবারের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা হবে।”

তিনি বলেন, “আগামী নির্বাচনে ভোট দেওয়ার মাধ্যমে বিএনপি কাউকে বেহেশতের টিকিট দিতে পারবে না; তবে জীবনমান উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। তাছাড়া চুয়াডাঙ্গার উন্নয়নে যা যা করণীয়, বিএনপি তা-ও নিশ্চিত করবে।”

মেহেরপুর-১ আসনে যদি কোনো এক্সিডেন্ট হয়, সেটা এই মনোনয়নের কারণেই হবে

জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসান বলেছেন, আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে আমরা আকুল আবেদন করতে চাই মেহেরপুরে জেলা বিএনপির প্রতিটা মানুষের কাছে আপনার গোয়েন্দা টিম পাঠান। মেহেরপুরের জেলা বিএনপিকে যারা ভালোবাসে, তাদের কাছে আপনারা গোয়েন্দা টিম পাঠান কাকে দিয়ে মেহেরপুর-১ আসন বের করে নিয়ে আসা সম্ভব। মেহেরপুর-১ আসনে যদি কোনো এক্সিডেন্ট হয়, সেটা এই মনোনয়নের কারণেই হবে আমি মনে করি।

মেহেরপুর-১ আসনের দলীয় মনোনয়ন পুনঃবিবেচনার দাবিতে রবিবার বিকেলে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে বিশাল গণজমায়েত অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই গণজমায়েতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, আমরা জেলা বিএনপি যে নির্দেশ দিব, সে নির্দেশ অনুযায়ী আপনারা কাজ করবেন। আমরা চাই যাকে মনোনয়ন দেওয়া হোক সমস্ত ওয়ার্ডে, সমস্ত ইউনিয়নের জেলা বিএনপি, থানা বিএনপি, পৌর বিএনপি সমস্ত জায়গায় জেলা বিএনপির অফিস আছে। সে সকল অফিস থেকে আমরা ধানের শীষের কান্ডারি নিয়ে নির্বাচন করব। ওয়ার্ড কমিটি করেছি আমরা ভোটের মাধ্যমে, ইউনিয়ন কমিটি করেছি ভোটের মাধ্যমে, পৌর কমিটি করেছি ভোটের মাধ্যমে, জেলা কমিটি করেছি ভোটের

বিএনপি বেহেশতের টিকিট দিতে পারবে না

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেছেন, বিএনপি বেহেশতের টিকিট দিতে পারবে না। তাই আমরা এ ধরনের প্রতিশ্রুতি দিতে পারবো না। তবে আমরা এলাকার উন্নয়নের বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি।

গতকাল শনিবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে চুয়াডাঙ্গা উপজেলার জীবননগর ইউনিয়নের মনোহরপুরে একাধিক পথসভায় তিনি এই মন্তব্য করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সভাপতি বলেন, আমরা বিএনপির পক্ষ থেকে সেই কথাগুলো বলি যা বাস্তবায়নযোগ্য। যা সম্ভব নয়, বা অসম্ভব, সেটা আমরা বলি না। আমরা কৃষির উন্নয়নের কথা বলি, শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলি, তরুণ প্রজন্মের বেকারত্ব কমানো এবং দেশকে এগিয়ে নেওয়ার কথাই বলি।

তিনি আরও বলেন, বিগত ১৭ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী দলের নেতা-কর্মীরা সবচেয়ে বেশি নির্যাতিত হয়েছেন। হামলা, মামলা, গুম এবং বিভিন্ন প্রলোভনের কারণে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। তার চেয়েও বেশি ক্ষতি হয়েছে দেশের গণতন্ত্র ও সাধারণ মানুষের।

মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেন, ভোটের মাধ্যমে যেটা নির্ধারিত হবে, তা হলো আগামী দিনে দেশের উন্নয়ন কী হবে। আর বেহেশতে যাওয়া, জান্নাতে যাওয়া এটা ব্যক্তিগত কর্ম। কেউ যদি কোরআন শরীফের আড়ালে ছোট ছোট প্রলোভন দেখিয়ে ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, তবে জনগণ বুঝবে।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিল্টন, জীবননগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আনোয়ার হোসেন খান খোকন, সাবেক সভাপতি আক্তারুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক আলতাফ হোসেন, জীবননগর উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব

রিমন, মনোহরপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের অন্যান্য নেতা-কর্মী।

গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে দীর্ঘ ২৩ কিলোমিটার মানববন্ধন

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে দীর্ঘ ২৩ কিলোমিটারজুড়ে হাজার হাজার মানুষের অংশগ্রহণে মানববন্ধনের মাধ্যমে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন মনোনয়ন বঞ্চিত জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের সমর্থকরা।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের শেষ সীমানা খলিশাকুন্ডি নামক স্থান থেকে শুরু হয়ে আলমপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত এ মানববন্ধনে অংশ নেন হাজার হাজার বিএনপির নেতাকর্মী। নেতাকর্মীরা বলেন, বাংলাদেশে এ ধরনের ব্যতিক্রমী ও দীর্ঘ মানববন্ধন এই প্রথম এটি ইতিহাস হয়ে থাকবে।

উপজেলা বিএনপি ও পৌর বিএনপিসহ স্থানীয় নেতাকর্মীদের নেতৃত্বে গতকাল শনিবার বিকেল ৩টায় মানববন্ধনটি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যতিক্রমী এ মানববন্ধন গাংনী উপজেলাজুড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

মানববন্ধনে অংশ নেওয়া নেতাকর্মীরা দাবি করেন, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে যিনি দীর্ঘ ১৭ বছর বিএনপির কোনো কর্মসূচিতে ছিলেন না, মিথ্যা মামলার শিকার নেতাকর্মীদের খোঁজখবর রাখেননি। তাই এ মনোনয়ন বাতিল করে ত্যাগী, নির্যাতিত, নেতাকর্মী-বন্ধু জনপ্রিয় নেতা জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দিতে হবে। তাদের দাবি, মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা না করা পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে দীর্ঘ ২৫ কিলোমিটারজুড়ে এত বড় মানববন্ধন বাংলাদেশে কোনো

নেতাই করতে পারেননি। এই মানববন্ধন বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তিনি আরো বলেন, মেহেরপুর-২ গাংনী আসনে মনোনীত প্রার্থী দীর্ঘ ১৭ বছর হামলা-মামলার শিকার নেতাকর্মীদের খোঁজখবর রাখেননি, দলীয় কোনো কর্মসূচিতেও অংশ নেননি। অথচ জনপ্রিয়তা ও ত্যাগের দিক থেকে জাভেদ মাসুদ মিল্টনই যোগ্য নেতা। দ্রুত মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করে তাকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা বলেন, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে একাধিকবার কারাবন্দি হয়েছেন। তাকে বাদ দিয়ে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া অগ্রহণযোগ্য। অবিলম্বে মনোনয়ন বাতিল করে জনপ্রিয় নেতা মিল্টনকে দলীয় মনোনয়ন দিতে হবে।

উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক বলেন, অসহায়, দিনমজুর, খেটে খাওয়া মানুষের নেতা জাভেদ মাসুদ মিল্টন দীর্ঘ ১৭ বছর রাজপথে থেকে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। সেই ত্যাগী নেতাকে বাদ দিয়ে অযোগ্য নেতাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। দ্রুত মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, আমার জীবনে এই প্রথম এত বড় মানববন্ধন দেখলাম। মনোনয়ন বঞ্চিত হওয়ার পরও হাজার হাজার মানুষের ঢল নামে মিল্টনের পক্ষে এটাই প্রমাণ করে কে গাংনীর যোগ্য নেতা।

উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু বলেন, দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধৈর্য ধরুন। বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান যাকে সঠিক মনে করবেন তাকেই মনোনয়ন দেবেন। ধানের শীষের পক্ষে এবং ৩১ দফা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ থাকুন।

উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউল হক বলেন, এই মানববন্ধন গাংনীর ইতিহাস হয়ে থাকবে। তারেক রহমানের ৩১ দফা ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে হবে। ধানের শীষকে বিপুল ভোটে বিজয়ী করতে হবে। মিল্টনকে ভালোবেসে আজ আপনারা যেভাবে রাস্তায় নেমেছেন তা কখনো ভুলবার নয়।

মানববন্ধনে আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক উপজেলা ও পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির নেত্রী ফরিদা পারভীন, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাড. সুমন, উপজেলা

স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব হারুন অর রশিদ বাচ্চু,

উপজেলা কৃষক দলের সভাপতি আমিনুল বারী মোতালেব, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলী, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মী।

দর্শনায় হরিজন সম্প্রদায়ের সাথে বিএনপির নির্বাচনী মতবিনিময় সভা

দর্শনার আমতলা এলাকায় হরিজন সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিএনপির নির্বাচনী মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক মাহবুবুল ইসলাম খোকনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক মশিউর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আপনারা ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দিলে হরিজন সম্প্রদায়ের জন্য আরও ভালো ব্যবস্থা ও সুযোগ সৃষ্টি করা হবে। বাংলাদেশ একটি সম্প্রীতির দেশ এ দেশে হিন্দু- মুসলমানসহ সব জাতি-ধর্মের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করে আসছে। অতীতেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল হরিজন সম্প্রদায়ের পাশে ছিল, ভবিষ্যতেও আমরা আপনাদের জন্য কাজ করে যাব।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক রেজাউল ইসলাম, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুল মোল্লা, বিএনপি নেতা হাবিবুল্লা বিশ্বাস, সাবেক সেনা সদস্য আব্দুল হামিদ, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব জালাল উদ্দীন, ছাত্রনেতা মোফা আরিফসহ বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মী।

হরিজন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে রংনাল, ভুইফোড়সহ অনেকে উপস্থিত

ছিলেন।

গাংনীতে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনের বিশাল মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী, সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেনকে স্বাগত জানিয়ে গাংনীতে হাজারো মোটরসাইকেলের বিশাল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকালে কুষ্টিয়া-মেহেরপুর মহাসড়কের বাওট এলাকা থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়ে গাড়াডোব ঘুরে গাংনী বাজারে দলীয় কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

বিএনপি নেতাকর্মীরা দাবি করেছেন, এর আগে গাংনী আসনে এত সংখ্যক মোটরসাইকেল নিয়ে কোনো প্রার্থী নির্বাচনী শোভাযাত্রা করেনি। তাদের মতে, এ শোভাযাত্রা মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে থাকবে।

প্রায় ২০ কিলোমিটারজুড়ে হাজার হাজার মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ায় এলাকায় উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ছড়িয়ে পড়ে। এতে নেতাকর্মীদের মনোবল আরও চাঙা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। তিনি বলেন, দলীয় দুঃসময়ে যিনি বিএনপিকে ধরে রেখেছেন, সেই প্রার্থী আমজাদ হোসেন মনোনয়ন পাওয়ার পর থেকে গণসংযোগ ও সভা-সমাবেশে মানুষের ঢল নামছে। ধানের শীষ প্রতীকে তিনি বিপুল ভোটে বিজয়ী হবেন বলে আমরা বিশ্বাস করি।

শোভাযাত্রা শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে প্রার্থী আমজাদ হোসেন বলেন, বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত

চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে নেতাকর্মীরা ঐক্যবদ্ধ। শহর থেকে গ্রাম সবখানে জনগণ ধানের শীষের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রচারণা চালাচ্ছেন এবং ৩১ দফা কর্মসূচি ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, বিএনপির একটাই বলয় বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান। দলের সবাই আমার আপনজন, আমার দরজা সবার জন্য খোলা। যারা এখনো দ্বিধায় আছেন, তাদেরও ধানের শীষের পক্ষে ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছি। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী আমজাদ হোসেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, উপদেষ্টা নাসির উদ্দীন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমানসহ বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

শোভাযাত্রাকে ঘিরে গাংনীজুড়ে দিনজুড়ে ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ।